দৈনিক ইত্তেফাক

MAR. 25

তারিখ ... ...
পৃষ্ঠা ৩ ... কলাম ৬ ...

গত ২ বছরে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে ৬৪ জন সন্ত্রাসী ক্যাডার বহিষ্কার ॥ শান্ত ক্যাম্পাসে হঠাৎ করিয়া বহিরাগতদের আনাগোনা

আনোয়ার আলদীন ॥ কর্তৃপক্ষের 'বহিষ্কার থেরাপির' কারণে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে সশস্ত্র ক্যাডার রাজনীতির সহিংস দৌরাত্ম্যের লাঘব হইতে চলিয়াছে। গত দুই বছরে সন্ত্রাসের দায়ে বিশ্ববিদ্যালয় হইতে কর্তৃপক্ষ ৬৪ জন সন্ত্রাসী ক্যাডারকে নানাভাবে বহিষ্কারের কারণে বর্তমানে ক্যাম্পাসে গোলাগুলী হইতেছে না। গত জুলাই মাসে ক্যাম্পাসের 'মল' চত্বরে ছাত্রদলের পিন্টু ও লাল্টু গ্রুপের বন্দুকযুদ্ধে বহিরাগত দুই ক্যাডার নিহত হওয়ার ঘটনা ছাড়া গত এক বছরে ক্যাম্পাসে বড় ধরনের গোলাগুলী হয় নাই। জানা যায়, ক্যাম্পাসের ছাত্রলীগের ৪ ক্যাডার নেতাই এখন বিশ্ববিদ্যালয় হইতে বহিষ্কৃত। সংগঠনে গ্রুপিং দ্বন্দ্ব উত্তপ্ত থাকিলেও এই ক্যাডার নেতাদের সরাসরি নেতৃত্ব না থাকায় সহিংসতা নাই। মধ্যম সারির বা 'উঠতি' (১৩শ পৃঃ ২-এর কঃ দ্রঃ)

গত ২ বছরে ঢাঃ বিঃ

(৩য় পৃঃ পর)

ক্যাডাররা বহিষ্কার ভীতির কারণে আগ্নেয়াস্ত্রের প্রকাশ্য সংস্পর্শ ত্যাগ করিতেছে। ইতিপূর্বে প্রায়শঃ মধ্যরাত্রে নবাগত ক্যাডারদের যে অস্ত্র চালনার প্রশিক্ষণ চলিত বিভিন্ন হলের ছাদে ছাদে তাহাও পুরাপুরি বন্ধ হইয়া গিয়াছে। জানা যায়, ১৯৯৯ সালের এপ্রিল মাসে সূর্যসেন হলে ছাত্রলীগের একজন নেতাকে চাপাতি দিয়া কোপাইয়া জখম করার পর তাৎক্ষণিকভাবে ৭ জন ক্যাডারকে বিশ্ববিদ্যালয় হইতে বহিষ্কার করা হয়। উহার পর হইতে বহিষ্কার প্রক্রিয়া চলিতেছে। সহিংসতার ঘটনা ঘটিলেই জড়িতদের বহিষ্কার করা হইতেছে। বর্তমানে ক্যাম্পাসের অধিকাংশ হল নিয়ন্ত্রণ করিতেছে বাগেরহাট গ্রুপের প্রধান মুহসীন হল শাখা ছাত্রলীগের সভাপতি শফিকুর রহমান। তিনি বিশ্ববিদ্যালয় হইতে বহিষ্কৃত। এই গ্রুপকে ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক সমর্থন দিতেছে। অপরদিকে তাহার প্রতিদ্বন্দ্বী মাদারীপুর-শরিয়তপুর গ্রুপের আধিপত্য এখন ক্যাম্পাসে হ্রাস পাইয়াছে। কারণ গত ১৪ই ডিসেম্বর নীলক্ষেত মোড়ে প্রকাশ্য অস্ত্র হাতে এ্যাকশনরত অবস্থায় এই গ্রুপের নেতা হেমায়েতের ছবি পত্রিকায় প্রকাশিত হওয়ার পর তাহাকে সরকারের উপর মহল হইতে গ্রেফতারের নির্দেশ দেওয়া হয়। বর্তমানে হেমায়েত বিশ্ববিদ্যালয় হইতে বহিষ্কৃত ও পলাতক রহিয়াছে। ছাত্রলীগ সভাপতি এই গ্রুপকে সমর্থন দিতেছে বলিয়া সূত্র জানায়।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি প্রফেসর একে আজাদ চৌধুরী জানান, ক্যাম্পাসের সন্ত্রাস সম্পূর্ণ নির্মূলের জন্য সকল মহলের সহযোগিতা প্রয়োজন। গত ৪ বছরে সন্ত্রাস প্রায় শেষ হইয়া গিয়াছে।

ক্যাম্পাসে বহিরাগত সন্ত্রাসীদের আগাগোনা বৃদ্ধি

বিশ্ববিদ্যালয় রিপোর্টার জানান, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে হঠাৎ করিয়া বহিরাগত চিহ্নিত সন্ত্রাসী, ছাত্রসংগঠন ও বিশ্ববিদ্যালয় হইতে বহিষ্কৃত নেতা-কর্মী এবং 'অচেনা মুখের' আগাগোনা বৃদ্ধি পাইতেছে। ধারণা করা হইতেছে যে, আগামী নির্বাচন উপলক্ষে প্রভাবশালী ছাত্র সংগঠনগুলির এই প্রস্তুতি চলিতেছে।

তত্ত্বধায়ক সরকারের অন্তর্বর্তীকালীন সময়ে ছাত্রলীগ ক্যাম্পাসে তাহাদের একক দখলদারিত্ব ধরিয়া রাখার জন্য প্রস্তুতি নিতেছে। অপরদিকে ছাত্রদল চাহিতেছে হল পুনরুদ্ধারের। এই দুই ছাত্র সংগঠন তাই রণসাজের প্রস্তুতি নিতেছে। ছাত্রদল ৪টি হলকে টার্গেট করিয়া কাজ করিতেছে বলিয়া সংগঠনের ঊর্ধ্বতন সূত্র হইতে জানা যায়। অন্যদিকে ছাত্রলীগ ক্যাম্পাসের হার্ট বলিয়া পরিচিত 'মুহসীন হল' এবং 'সূর্যসেন হল'সহ সকল হলে দখলদারিত্ব টিকাইয়া রাখার জন্য সংগঠনের সাবেক এবং [illegible]

বলেন, তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সময় আমাদের সংগঠনের হলের বৈধ ছাত্ররা হলে উঠিবে। যদি হলে তখন উঠিতে না দেয় তবে বিষয়টি অন্যভাবে ভাবিতে হইবে। ছাত্রদলের এই গোপন পরিকল্পনার কথা ছাত্রলীগ ঈদের আগেই জানিতে পারে বলিয়া জানা যায়। সর্বশেষ গত সোমবার বুয়েট ক্যাম্পাসে রাশেদ সিকদার নিহত হওয়ার ঘটনার পর ছাত্রলীগের কেন্দ্রীয় কয়েকজন নেতা ক্যাম্পাসের বর্তমান বিষয় লইয়া আলোচনা করেন। উক্ত আলোচনার সিদ্ধান্তমতে গত বুধবার নিহত রাশেদ সিকদারের শোক মিছিলে ক্যাম্পাসে ছাত্রলীগের সাবেক ক্যাডার রতন, এমি, হান্নান, বাবুল তালুকদার, সাদা সেন্টুর আগমন ঘটে বলিয়া সূত্র জানায়। এই সময় বহিষ্কৃত ছাত্রলীগ নেতা হেমায়েত, জুয়েলও ক্যাম্পাসে আসে এবং শোক মিছিলে অংশ নেয়। সাবেক এই নেতাদের আগমনে ছাত্রদল নেতা-কর্মীরা গত বৃহস্পতিবার ক্যাম্পাসে মহড়া দেয় এবং মোস্তাফিজুল ইসলাম মামুনর নেতৃত্বে কেন্দ্রীয় মসজিদের গেটে ১ রাউন্ড ফাঁকা গুলীবর্ষণের ঘটনা ঘটে।